



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের আমির ইসমাইল হানিয়া (রহ.) এর শাহাদাত প্রসঙ্গে বিবৃতি

তারিখ: ২৫ মুহররম, ১৪৪৬ হিজরী । ৩১ জুলাই, ২০২৪ ঈসায়ী

বিবৃতি নং- জিম.মিম_১৪৪৬_০০১

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান 'আল-মুত্তাকিম' এর জন্য যিনি শোকাতুর হৃদয়ে ধৈর্য ও প্রশান্তি নাজিল করেন। যিনি শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় বান্দাকে দুনিয়ার জিন্দানখানা থেকে মুক্ত করে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মকামে আসীন করেন। তিনি আমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই সিপাহসালার মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি, যিনি উহুদ ও খন্দকের ময়দানে সাহাবীদের শাহাদাতের তামান্না শিখিয়েছেন। যিনি নিজে ছিলেন বীরত্বের প্রতীক এবং যার আদর্শই বাতিলের সামনে মাথা নত না করার চিরন্তন শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝো না।" [সূরা বাকারা: ১৫৪]

আমরা অবগত হয়েছি যে, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের অবিসংবাদিত নেতা, আল-আকসা মুক্তিকামী কাফেলার অগ্রপথিক এবং হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান শাইখ ইসমাইল হানিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তেহরানে এক কাপুরুষোচিত জায়নবাদী হামলায় শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



শাইখ ইসমাইল হানিয়া কেবল একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ধৈর্যের এক মূর্ত প্রতীক। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর পরিবারের বহু সদস্যকে এই পবিত্র লড়াইয়ে হারিয়েছেন। আজ তিনি নিজেও সেই কাফেলায় যোগ দিলেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেদের জান ও মাল সপে দিয়েছেন। তাঁর এই শাহাদাত প্রমাণ করে যে, প্রতিরোধের নেতারা ড্রয়িংরুমে বসে নয়, বরং যুদ্ধের ময়দানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন।

সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে ইসরায়েল আজ গুপ্তহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, ইসমাইল হানিয়াকে শহীদ করে এই প্রতিরোধের পথকে স্তব্ধ করা যাবে না। ইতিহাস সাক্ষী, প্রতিটি নেতার শাহাদাত প্রতিরোধের আগুনকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। শাইখ আহমাদ ইয়াসিন থেকে শুরু করে আব্দুল আজিজ রানতিসি, কারো শাহাদাতই হামাসকে দুর্বল করতে পারেনি, বরং আরও শক্তিশালী করেছে।

সাধারণ মুসলিম ও যুবসমাজের প্রতি আহ্বান: শাইখ হানিয়ার রক্ত আজ প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে এক নতুন বিপ্লবের বীজ বপন করেছে। আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাই, শাইখ হানিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব এবং আল-আকসার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা নিজেদের জীবনে ধারণ করুন। জায়নবাদী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক লড়াই জোরদার করুন। মনে রাখবেন, বিজয়ের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই পথ ত্যাগের এবং শাহাদাতের।

আমরা এই শোকের মুহূর্তে ফিলিস্তিনি ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, শাইখ হানিয়ার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ অর্থাৎ পবিত্র জেরুজালেম এবং আল-আকসা মসজিদকে দখলদার মুক্ত করার আগ পর্যন্ত আমাদের



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



এই কণ্ঠ ও কলম থামবে না এবং হিন্দুস্তানে ইহুদিদেরকে আমরা নিরাপদ থাকতে দেবো না ইনশাআল্লাহ। তাঁর পবিত্র রক্ত বৃথা যেতে দেওয়া হবে না; ইনশাআল্লাহ এই রক্তই হবে জায়নবাদী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

হে আল্লাহ! শাইখ ইসমাইল হানিয়াকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন এবং ফিলিস্তিনিদের বিজয় ত্বরান্বিত করুন। আমিন।



SAHAM AL-HIND

সাহাম আল-হিন্দ মিডিয়া ফাউন্ডেশন